উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তাহেরুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ
সম্পাদনা সহযোগী
❑ এহসানুল ইসলাম ❑ এম. আবদুল হক
❑ আসিফ মাহমুদ ❑ এইচ এস ফিরোজ
❑ সমর মিত্র ❑ মাসুদুর রহমান
❑ আবুল হোসেন ❑ মোঃ জিয়াউদ্দিন
❑ জহির হোসেন ❑ শীনা ইনাম
❑ রেহানা আখতার ❑ এ মল্লিকা রাজ
❑ জহিরুল করিম ❑ বেলায়েত হোসেন
বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অষ্ট্রেলিয়া
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ জাপান
আবুল কাশেম মিয়া জাপান
এস, ব্যানার্জী ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা সিংগাপুর
এন,এম, জামাল সুইডেন
ইমরুল কায়েস ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য
শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদ ঃ আলীম আজিজ
ক্যামেরা ঃ ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬২১৯২
মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
নাজনীন সামাদ
সালমা ফেরদৌস শীথি
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড,
ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬২১৯২
দাম ঃ প্রতি কপি পনের টাকা
গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক কমপিউটার জগৎ
মে ১৯৯৪

জাতীয় অগ্রগতির পথে দুরূহ বাধা ঃ টেলিযোগাযোগ

টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা এদেশে কমপিউটারের প্রসার, বাণিজ্যের বিস্তার, প্রশাসনের অগ্রগতি, সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি শিল্পের উন্মেষ, নাগরিক অধিকারের সীমাবদ্ধতা এবং আর্ন্তজাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ হয়ে উঠেছে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এযুগে জাতীয় অগ্রগতির প্রধান অবকাঠামো হিসাবে স্বীকার করা হলেও বাংলাদেশের অবস্থা কী করুণ– এবার **কমপিউটার জগৎ**-এর মূল নিবন্ধে বিশদভাবে তা তুলে ধরা হয়েছে।

কমপিউটার জগৎ প্রকাশনায় তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করে এ সংখ্যায় চতুর্থবর্ষে উপনীত হলো। এ তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, টেলিযোগাযোগ যখন কমপিউটার, টিভি, ই-মেইলের সাথে যুক্ত হয়ে উঠেছে, তখন এ খাতটিকে সর্বোচ্চ জাতীয় অগ্রাধিকারের খাত হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়া বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষাও অর্থনীতিতে জরামুক্তি অসম্ভব। এমনকি বিদেশী বিনিয়োগ, শিল্পায়ন এবং রপ্তানীর বিশাল কর্মকান্ড এই খাতের অগ্রগতি ছাড়া অগ্রসর হবেনা।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ সরকারী খাতে জব্দ হয়ে আছে। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বিদেশী বিনিয়োগের পথ রুদ্ধ করার জন্য যেসব সরকারী খাতের আমলাতন্ত্রকে দায়ী করেছেন– তার মধ্যে টেলিযোগাযোগ খাতের নাম প্রথমেই উচ্চারণ করা যায়। অতীতে বৃটেন সরকারী খাতে টেলিফোন ব্যবস্থা ন্যস্ত রেখে আমেরিকার তুলনায় যেভাবে পিছিয়ে পড়ে, বাংলাদেশ সে অভিজ্ঞতাই অর্জন করছে আজ।

ভারতের মত দেশ টেলিযোগাযোগ উন্নয়নে বেসরকারী ও বিদেশী বিনিয়োগ প্রত্যাশা করছে উদ্গ্রীব হয়ে। বিনিয়োগের উপর বছরে ১০০% অবচয়, ১০ বৎসর পর্যন্ত আয়করসহ সবক্ষেত্রে কর মুক্তি দিয়ে ভারত তার পশ্চাদপদতা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের অবস্থা করুণ। এখানে সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণই প্রথম ও শেষ কথা– দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ সাধারণ জীবনের একমাত্র প্রাপ্তি।

একদিন কলকাতা শহরে 'মৃত' টেলিফোন নিয়ে শব মিছিল চলতো। অবস্থা ছিল আজকের বাংলাদেশের মত। সেখানে এখন টেলিযোগাযোগ হয়ে উঠেছে বিশ্বমানের। ডিসেম্বর/৯৪ থেকে 'চাহিবামাত্র' টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হবে কলকাতায়। এ টেলিযোগাযোগ কলকাতাকে শিল্পবাণিজ্যে নতুন প্রাণ দিয়েছে। গড়ে উঠছে আরেক বাঙ্গালোর। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের বিস্ময়কর উত্থানটাতেও টেলিযোগাযোগের অবদান বিপুল। কিন্তু এ বাস্তবতা বুঝতে আমাদের টেলিমন্ত্রী ও তার সরকারের এত অক্ষমতা কেন?

কমপিউটার কথাটাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। শুধু আমলাতন্ত্র নয় অর্থমন্ত্রীও যুগের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছেন। মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে কমপিউটার আসছে শূণ্য শুল্কে। বাংলাদেশে দিতে হয় শতকরা ৩৭ ভাগ কর। কমপিউটার দিয়ে বিশ্বজগতের কাজ করার টেলিযোগাযোগ নেই। হাজার কোটি টাকার কাজ এসে মাথাকুটে ফিরে যাচ্ছে। এর মধ্যে উন্নতির কাহিনী যতই প্রচার করা হোক সবটা ফানুস। ক্ষমতার তৃতীয় বৎসরে এসে এ সরকার নিজেকে ছাড়া আর কাকে দোষারোপ করবেন জানিনা। আমরা উত্থানপতনের ঘটক নই– সভ্যতা ও কাজের অনুঘটক। টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে একটা বলিষ্ঠ অগ্রযাত্রার সূত্রপাত না হলে আরেকটি শতক পিছিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

লেখক সম্পাদক ঃ ❑ রেজাউল করিম ❑ আবদুল হালিম ❑ গোলাম নবী জুয়েল ❑ মোঃ হাসান শহীদ